যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১০৪৭

১/ বিবিধ

আরবী

كان لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين

ضعيف

أخرجه ابن خزيمة (1260) وعنه الحاكم (1/315 - 316 و2/101) وزاهر الشحامي في " السباعيات " (ج 7/18/2) عن عبد السلام بن هاشم: حدثنا عثمان بن سعد الكاتب، وكانت له مروءة وعقل عن أنس بن مالك قال: فذكره مرفوعا

وقال الحاكم

حديث صحيح، وعثمان بن سعد الكاتب ممن يجمع حديثه في البصريين

وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله

قلت: ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه، وقال في الموضع الآخر

قلت: لا، فإن عبد السلام كذبه الفلاس، وعثمان لين

قلت: وعثمان هذا متفق على تضعيفه، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ضعيف، فلا أدري بعد هذا وجه ما نقله المناوي عنه فقال

وقال ابن حجر: حسن غريب، وقول الحاكم: صحيح، غلطوه فيه

قلت: وكذلك تحسينه إياه ينبغي أن يكون خطأ، ما دام أنه غريب، وفيه ذلك الراوي الضعيف، وأما إعلال الذهبي إياه بعبد السلام أيضا، فهو باعتبار هذه الطريق، وقد وجدت له متابعا عند الحاكم (1/446) من طريق أبي قلابة

عبد الملك بن محمد: حدثنا ابن عاصم: حدثنا عثمان بن سعد به، وقال الحافظ عقبه: صحيح على شرط البخاري، ورده الذهبي بقوله: كذا قال، وعثمان ضعيف ما احتج به البخاري

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (5/253) إلا أنه جعل يحيى ابن كثير " بدل " أبو عاصم " وكلاهما ثقة، وابن كثير هو العنبري البصري، ولعل هذا الاختلاف من أبي قلابة، فإنه كان تغير حفظه، والله أعلم

والحديث أخرجه أبو يعلى أيضا والبزار والطبراني في " الأوسط " من طريق ابن سعد ويشبه هذا الحديث حديث آخر أشد ضعفا منه وهو: (الاتي)

বাংলা

১০৪৭। তিনি কোন গৃহে পদার্পণ করলেই সেটিকে বিদায় জানাতেন দুরাকাআত সালাত আদায় করার দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু খুযাইমাহ (১২৬০) আর তার থেকে হাকিম (১/৩১৫-৩১৬, ২/১০১) এবং যাহের আশ-শাহহামী "আস-সুবাইয়াত" গ্রন্থে (৭/১৮/২) আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম হতে, তিনি উসমান ইবনু সায়াদ আল-কাতেব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেনঃ হাদীসটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে এক স্থানে বলেছেনঃ আবু হাফস আল-ফাল্লাস বর্ণনাকারী এ আব্দুস সালাম সম্পর্কে বলেনঃ আমি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দৃঢ়ভাবে মিথ্যুক আখ্যা দিই নি।

তিনি অন্যত্র বলেনঃ না সহীহ নয়। কারণ আব্দুস সালামকে ফাল্লাস মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন আর উসমান দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ উসমান সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি দুর্বল। এর পরে মানবী কর্তৃক ইবনু হাজার হতে নকল করা নিম্নের ভাষার কোন যৌক্তিকতা দেখিনা। তিনি বলেনঃ ইবনু হাজার বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান গারীব। আর হাকিম যে বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ, তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে তাতে ভুলকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ অনুরূপভাবে ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়ে ভুল করেছেন। কারণ তাতে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) হাকিমের নিকট (১/৪৪৬) হাদীসটির আবু কিলাবা সূত্রে একটি মুতাবা'য়াত পেয়েছি। হাফিয ইবনু হাজার বলেছেনঃ বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ বর্ণনাকার

উসমান’ইবনু সায়াদ দুর্বল। ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71926

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন